MEDI GK SPECIAL NOTE

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

১. প্রাচীন জনপদ

একক ও অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে বাংলার আত্মপ্রকাশ কখনোই একদিনে ঘটেনি; বরং একাধিক ক্ষুদ্র জনপদের ক্রমবিকাশের পথ ধরেই তার যাত্রা শুরু। ইতিহাসের পাতায় গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্রসহ প্রায় ষোলোটির মতো জনপদের হদিস মেলে। এই জনপদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হিসেবে বিবেচিত হয় পুণ্ড্র।

প্রাচীন জনপদ	বর্তমান অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য
পুণ্ড্র	◆ অবস্থান: বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল। ◆ বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জনপদ হিসেবে বিবেচিত। ◆ রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর তথা পুণ্ড্রবর্ধন।
বঙ্গ	◆ অবস্থান: বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চল। ◆ বর্তমান ঢাকা শহর এই জনপদেরই অন্তর্গত ছিল।
সমতট	◆ অবস্থান: বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালী। ◆ রাজধানী ছিল বড়কামতা (রোহিতগিরি নামেও পরিচিত)।
গৌড়	◆ অবস্থান: চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও নদীয়া জেলা। ◆ রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। ◆ গৌড়ের স্বাধীন শাসক হিসেবে পরিচিত রাজা শশাঙ্ক।
রাঢ়	◆ অবস্থান: ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল। ◆ অপর নাম: সুহ্ম।
হরিকেল	◆ অবস্থান: সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল।
বাকেরগঞ্জ	◆ অবস্থান: বরিশাল, খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চল।
বরেন্দ্র	◆ অবস্থান: গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড।

২. বাংলার উৎপত্তি ও বাঙালি জাতির আবির্ভাব

সামগ্রিকভাবে বাঙালি জনগোষ্ঠীকে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে— (১) অনার্য গোষ্ঠী এবং (২) আর্য গোষ্ঠী। ধারণা করা হয়, বাঙালি জাতির মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন অঞ্চল থেকে আসাম হয়ে অস্ট্রিকরা বাংলায় প্রবেশ করে। তাদের পরে আগমন ঘটে দ্রাবিড়দের, যারা তুলনামূলক উন্নত সভ্যতার অধিকারী হওয়ায় ধীরে ধীরে অস্ট্রিকদের নিজেদের সঙ্গে আত্তীকৃত করে নেয়। এই অস্ট্রিক-দ্রাবিড় সংমিশ্রণের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে যুক্ত হয় আর্যরা, আর এভাবেই ধাপে ধাপে গঠিত হয় বাঙালি জাতি। আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল ইউরাল পর্বতমালার দক্ষিণে, বর্তমান ইরান তথা মধ্য এশিয়া অঞ্চলে। অষ্টম খ্রিষ্টাব্দের দিকে আরব বণিক ও ধর্মপ্রচারকদের হাত ধরে ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটে এবং তাদের সংস্পর্শে আসে বাঙালি জনগোষ্ঠী; তাদেরই পথ ধরে পরবর্তীতে হাবসিরাও এই ভূখণ্ডে পা রাখে। এভাবে প্রায় দেড় হাজার বছরের ধারাবাহিক চর্চা, গ্রহণ-বর্জন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয় আজকের বাঙালি জাতির বিবর্তন।

✔ BULLET POINTS

- বাঙালি জাতির পরিচয় মেলে একটি সংকর জাতি হিসেবে।
- ‘বঙ্গ’ নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় হিন্দুদের ‘ঐতরেয় আরণ্যক’ গ্রন্থে।
- ছয়টি জনপদকে একত্র করে ‘বাঙ্গালাহ’ নামকরণ করেন সুলতান ইলিয়াস শাহ।
- বাংলার আদি জনপদের অধিবাসীদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক।
- দেশবাচক অর্থে ‘বাংলা’ শব্দের প্রথম ব্যবহার মেলে আবুল ফজলের ‘আইন-ই-আকবরি’ গ্রন্থে।
- প্রাচীন বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলো পরিচিত ছিল জনপদ নামে।
- বাংলার স্বাধীন রাজ্যের গোড়াপত্তন ঘটে মৌর্যযুগে।
- প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতি হিসেবে পরিচিত রাজা শশাঙ্ক।
- বাংলায় সর্বপ্রথম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ।
- বাংলার ইতিহাসে প্রাচীন যুগের সর্বশেষ রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন।
- টিপু সুলতানের পিতার নাম হায়দার আলী খান।

৩. আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন

জাতিতে আর্য-গ্রিক আলেকজান্ডার ছিলেন ম্যাসিডনরাজ ফিলিপসের পুত্র। শৈশবেই তিনি প্রখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলের কাছে গৃহশিক্ষা লাভ করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৫ অব্দে পিতা ফিলিপসের মৃত্যুর পর তিনি ম্যাসিডনের সিংহাসনে বসেন এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে ব্যাবিলনে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পরই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উপমহাদেশ থেকে গ্রিক আধিপত্যের চূড়ান্ত অবসান ঘটান।

✔ BULLET POINTS

- আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে আগমন করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে।
- তিনি ছিলেন ম্যাসিডোনিয়ার রাজা এবং গ্রিসের অধিবাসী।
- রাজা দশরথের পুত্র ‘ভরত’-এর নামানুসারে হয় ‘ভারত’ নামকরণ।

- আলেকজান্ডারের প্রধান সেনাপতির নাম সেলুকাস।
- আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক ছিলেন অ্যারিস্টটল, অ্যারিস্টটলের গৃহশিক্ষক প্লেটো, আর প্লেটোর গৃহশিক্ষক ছিলেন সক্রেটিস।
- আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয় ব্যাবিলনে।
- অ্যারিস্টটলের শিক্ষাকেন্দ্রের নাম লাইসিয়াম; প্লেটোর শিক্ষাকেন্দ্রের নাম একাডেমিয়া।

৪. বাংলায় মৌর্য যুগ

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত মৌর্য সাম্রাজ্য। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন এবং ভারতের প্রথম সম্রাট হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেন। পাটলিপুত্র ছিল তাঁর রাজধানী, আর তাঁর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন চাণক্য, যিনি কৌটিল্য ছদ্মনামে অধিক পরিচিত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র'। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাসকে পরাজিত করে উপমহাদেশ থেকে গ্রিকদের বিতাড়িত করেন।

✓ BULLET POINTS

- মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য; রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।
- প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ঐক্যরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বিন্দুসার।

সম্রাট অশোক

✓ BULLET POINTS

- বিন্দুসারের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র অশোক।
- এদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে সম্রাট অশোকের আমলে।
- কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেই অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।
- অশোকের নিরলস প্রচেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে রূপান্তরিত হয়।
- সম্রাট অশোককে অভিহিত করা হয় 'বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যান্টাইন' নামে।
- তিব্বতরাজের অনুরোধে বৌদ্ধধর্মকে দুর্নীতিমুক্ত করতে সেখানে যান অতীশ দীপঙ্কর।

৫. গুপ্ত বংশ

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতীয় উপমহাদেশে যে সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে তা গুপ্ত সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অভূতপূর্ব অগ্রগতির কারণে এই যুগকে অভিহিত করা হয় প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের 'স্বর্ণযুগ' নামে।

✓ BULLET POINTS

- গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত; গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা সমুদ্রগুপ্ত।

- সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ছিল প্রায় ৪০ বছর; রাজধানী পাটলিপুত্র।
- সমুদ্রগুপ্তকে অভিহিত করা হয় 'প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন' নামে; কাব্যরচনার সুবাদে তিনি লাভ করেন 'কবিরাজ' উপাধি।
- চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে; তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের নাম 'ফো-কুয়ো-কিং'।
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল 'বিক্রমাদিত্য' ও 'সিংহবীর'।
- গুপ্তযুগের কবি কালিদাসের বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম 'মেঘদূত'।
- চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলায় আগমন করেন সপ্তম শতকে।

৬. গৌড় বংশ

ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি হুনদের আক্রমণে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এই পতনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় জন্ম নেয় দুটি স্বাধীন রাজ্য— একটি প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য, অপরটি স্বাধীন গৌড় রাজ্য। বাংলার পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল জুড়েই বিস্তৃত ছিল গৌড়ের অবস্থান।

✔ BULLET POINTS

- গৌড় বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক ছিলেন শশাঙ্ক; তাঁর উপাধি ছিল মহাসামন্ত, পরবর্তীতে ধারণ করেন রাজাধিরাজ উপাধিও।
- স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শশাঙ্ক; রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৬০৬ সালে।
- স্বাধীন গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ, যার বর্তমান অবস্থান মুর্শিদাবাদ জেলায়।
- কনৌজরাজ হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে; তাঁর রাজধানী ছিল কনৌজে।
- হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আসেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং।
- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রাজা হর্ষবর্ধন (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি পুনরায় চালু করা হয়েছে)।

৭. পাল বংশ

শশাঙ্কের প্রয়াণের পর দীর্ঘদিন বাংলায় যোগ্য কোনো শাসকের অভাব দেখা দেয়, যার ফলে রাজ্যজুড়ে নেমে আসে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। কেন্দ্রীয় শাসনভার দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার মতো কেউ না থাকায় সামন্ত রাজারা প্রত্যেকেই বাংলার সিংহাসন দখলের স্বপ্নে অস্ত্র হাতে তুলে নেন। সপ্তম-অষ্টম শতকজুড়ে বিরাজমান এই অরাজক অবস্থাকে পাল তাম্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'মাৎস্যন্যায়' নামে। অবশেষে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে পাল বংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে এই অস্থিরতার অবসান ঘটে। বাংলার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থার সূচনা হয় পাল আমল থেকেই, যা একটানা প্রায় চারশো বছর স্থায়ী হয়েছিল।

✔ BULLET POINTS

- বাংলার সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ পাল বংশ, যারা রাজত্ব করেছেন প্রায় চারশত বছর।
- পাল বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৫০ সালে; প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল।
- পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে বিবেচিত ধর্মপাল, যিনি নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে প্রতিষ্ঠা করেন সোমপুর বিহার।
- বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা চালু করে পালরাই।

- দেব রাজাদের রাজধানী ‘দেবপর্বত’-এর অবস্থান বর্তমান কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে।
- পাল বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন মদনপাল।
- বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ রচিত হয় পাল আমলে।
- দিনাজপুরে রামসাগর দিঘি খনন করেন রামপাল, যাঁর কীর্তির বিবরণ মেলে সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত ‘রামচরিত’ গ্রন্থে।

৮. সেন বংশ

একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলার একটি বিস্তৃত অংশজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় শক্তিশালী সেন বংশের শাসন। বাংলায় প্রথম আগমন করেন সামন্ত সেন, যিনি বার্ধক্যে কর্ণাট থেকে এসে রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। যেহেতু তিনি নিজে কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি, তাই সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় তাঁরই পুত্র হেমন্ত সেনকে।

✓ BULLET POINTS

- সেন বংশের প্রথম রাজা হেমন্ত সেন হলেও প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত হন বিজয় সেন।
- বল্লাল সেনের উল্লেখযোগ্য রচনা ‘দানসাগর’ ও ‘অদ্ভুতসাগর’; তিনি ছিলেন বিজয় সেনের পুত্র।
- বিজয় সেনের শাসনামলেই বাংলা সর্বপ্রথম একক শাসনাধীনে আসে; তাঁর উপাধি ছিল ‘পরমেশ্বর’, ‘পরম ভট্টারক’ ও ‘মহারাজাধিরাজ’।
- সেন বংশের সর্বশেষ ও বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন, যাঁর উপাধি ছিল ‘গৌড়েশ্বর’ এবং রাজধানী ছিল গৌড় ও নদীয়ায়।
- ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজির আক্রমণেই সেন বংশের পতন ঘটে।
- প্রাচীনকালে বাংলাদেশ পরিচিত ছিল ‘বুলঘকপুর’ বা বিদ্রোহের দেশ নামে।

৯. বাংলায় আগমনকারী বিখ্যাত পর্যটকগণ

পর্যটক	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মেগাস্থিনিস	◆ খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে এশিয়া মাইনরে জন্মগ্রহণ করেন। ◆ খ্রিষ্টপূর্ব ৩০২ অব্দে গ্রিস থেকে ভারতে আগমন করেন। ◆ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। ◆ পরিচিতি: বিশিষ্ট পর্যটক ও ভূগোলবিদ হিসেবে। ◆ ভারত ও মৌর্য শাসনব্যবস্থা নিয়ে রচনা করেন বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ইন্ডিকা’।
ফা-হিয়েন	◆ চীন থেকে ভারত তথা বাংলায় আগমনকারী প্রথম পর্যটক। ◆ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে ভারতে আসেন। ◆ উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র অধ্যয়ন ও তীর্থ দর্শন। ◆ রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ: ফো-কুয়ো-কিং।
হিউয়েন সাং	◆ ৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে চীনের হেনান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ◆ পরিচয়: চীনা পর্যটক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, পণ্ডিত ও অনুবাদক।

পর্যটক	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
	◆ ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। ◆ দীক্ষাগুরু ছিলেন শীলভদ্র। ◆ বিখ্যাত গ্রন্থ: সিইউকি।
মা হুয়ান	◆ পরিচয়: চীনা তথা মুসলিম পর্যটক। ◆ গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে বাংলায় আগমন করেন।

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলার প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? [DU 'গ' ১৮-১৯]

ক) ময়নামতী খ) বিক্রমপুর গ) মহাস্থানগড় ঘ) ওয়ারি-বটেশ্বর

০২. বাংলার প্রাচীন নগর 'কর্ণসুবর্ণ' এর অবস্থান ছিল? [DU 'খ' ১৭-১৮]

ক) কুমিল্লায় খ) মুর্শিদাবাদ গ) বগুড়ায় ঘ) রাজশাহীতে

০৩. মহাস্থানগড় কোন বংশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন? [DU 'ঘ' ০৬-০৭]

ক) মৌর্য খ) পাল গ) সেন ঘ) গুপ্ত

০৪. বর্তমান বাংলাদেশের কোন অংশকে 'সমতট' বলা হতো? [DU 'ঘ' ০৪-০৫; 'খ' ০২-০৩, ৯৮-৯৯]

ক) কুমিল্লা ও নোয়াখালী খ) রাজশাহী ও বগুড়া গ) চট্টগ্রাম ঘ) দিনাজপুর ও রংপুর

০৫. বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদ হলো- [DU 'খ' ৯৬-৯৭]

ক) সোনারগাঁও খ) হরিকেল গ) ভুলুয়া ঘ) পঞ্চগড়

০৬. প্রাচীন বাংলায় নিম্নের কোন অঞ্চল বাংলাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল? [DU 'খ' ৯৫-৯৬]

ক) হরিকেল খ) সমতট গ) বরেন্দ্র ঘ) রাঢ়

০৭. অর্থশাস্ত্রে অবদানের জন্য কে বিখ্যাত? [DU 'খ' ১৫-১৬]

ক) কৌটিল্য খ) পাণিনি গ) বাৎস্যায়ন ঘ) বাল্মীকি

০৮. অশোক কোন বংশের সম্রাট ছিলেন? [DU 'ঘ' ১২-১৩/জাবি-মানবিক, ০৪-০৫]

ক) মৌর্য খ) গুপ্ত গ) পুষ্যভূতি ঘ) কুশান

০৯. পাটলিপুত্র রাজধানী ছিল- [DU 'খ' ১০-১১]

ক) গুপ্তদের খ) সেনদের গ) পালদের ঘ) মৌর্যদের

১০. প্রাচীন বাংলার কোন এলাকা কর্ণসুবর্ণ নামে কথিত হতো? [DU 'খ', ০২-০৩/চবি 'C' ১৪-১৫]

ক) মুর্শিদাবাদ খ) রাজশাহী গ) চট্টগ্রাম ঘ) বরিশাল

১১. বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন- [DU 'ঘ' ০৬-০৭]

ক) শশাঙ্ক খ) বখতিয়ার খলজি গ) বিজয় সেন ঘ) গোপাল

১২. নিম্নের কোন বংশ প্রায় চারশ' বছরের মতো বাংলা শাসন করেছে? [DU 'খ' ১১-১২]

ক) মৌর্য খ) গুপ্ত গ) পাল ঘ) সেন

১৩. 'মাৎস্যন্যায়' ধারণাটি কীসের সাথে সম্পর্কিত? [DU 'ঘ' ০৭-০৮]

ক) মাছবাজার খ) আইন-শৃঙ্খলাহীন অরাজক অবস্থা গ) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ঘ) মাছ ধরার নৌকা

১৪. বর্তমান বৃহৎ বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [DU 'ঘ' ১১-১২]

ক) সমতট খ) পুণ্ড্রবর্ধন গ) রাঢ় ঘ) বঙ্গ

১. গ	২. খ	৩. ক	৪. ক	৫. খ	৬. ক	৭. ক	৮. ক
৯. ঘ	১০. ক	১১. ঘ	১২. গ	১৩. খ	১৪. ঘ		

বি.সি.এস

১৫. প্রাচীন বাংলার হরিকেল জনপদ অঞ্চলভুক্ত এলাকা- [38 BCS]

ক) রাজশাহী খ) দিনাজপুর গ) খুলনা ঘ) চট্টগ্রাম

১৬. বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগর কেন্দ্র/প্রাচীনতম শহর- [বাতিলকৃত 24 BCS/DU 'ঘ' ০৫-০৬/ইবি 'B' ১৫-১৬]

ক) ময়নামতি খ) পাহাড়পুর গ) মহাস্থানগড় ঘ) সোনার গাঁ

১৭. বাঙালি জাতির প্রধান অংশ কোন মূল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? [28, 36 BCS]

ক) দ্রাবিড় খ) নেগ্রিটো গ) ভোটচীন ঘ) অস্ট্রিক

১৮. প্রাচীন 'পুণ্ড্রনগর' কোথায় অবস্থিত? [25, 13 BCS]

ক) ময়নামতি খ) বিক্রমপুর গ) মহাস্থানগড় ঘ) পাহাড়পুর

১৯. বাংলার সর্ব প্রাচীন জনপদের নাম কী? [36 BCS/রাবি-ইসলামী ইতিহাস, ০৭-০৮]

ক) পুণ্ড্র খ) তাম্রলিপ্ত গ) গৌড় ঘ) হরিকেল

২০. বর্তমানে বৃহত্তম ঢাকা জেলা প্রাচীন কালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [বাতিলকৃত 24 BCS]

ক) সমতট খ) পুণ্ড্র গ) বঙ্গ ঘ) হরিকেল

২১. পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের নির্মাতা কে? [বাতিলকৃত 24 BCS]

ক) রামপাল খ) ধর্মপাল গ) চন্দ্রপাল ঘ) আদিশুর

২২. রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত- [19 BCS]

ক) সমভূমি খ) বরেন্দ্রভূমি গ) উত্তরবঙ্গ ঘ) মহাস্থানগড়

২৩. প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশ বিশেষ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? [13 BCS]

ক) কুষ্টিয়া খ) বগুড়া গ) কুমিল্লা ঘ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকরির পরীক্ষা

২৪. বাংলা আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিল? [চবি-ঘ, ০২/০৩]

ক) সংস্কৃত খ) বাংলা গ) অস্ট্রিক ঘ) হিন্দি

২৫. কৌটিল্য কার নাম? [জাহাবি নৃবিজ্ঞান, ০৯-১০]

ক) চাণক্যের ছদ্মনাম খ) গুপ্ত গ) পন্ডিত ঘ) রাজ কবি

২৬. বাংলার আদি জনপদের অধিবাসীরা কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত? [চবি- 'চ' ০৩-০৪]

ক) বাঙালি খ) আর্য গ) নিষাদ ঘ) আলপাইন

২৭. আর্যদের আদি ধর্মগ্রন্থের নাম কী? [চবি-'খ' ০৮-০৯]

ক) ত্রিপিটক খ) উপনিষদ গ) বেদ ঘ) ভগবত গীতা

২৮. বাংলা ও বাঙলা নামের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যাঁর রচনায় তিনি- [জাহাবি 'C' ১৪-১৫]

ক) অর্থশাস্ত্র খ) আত্মজীবনী গ) ইতিহাসগ্রন্থ ঘ) কাব্য

২৯. সান্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিত একটি- [জাহাবি 'C' ১৪-১৫]

ক) অর্থশাস্ত্র খ) আত্মজীবনী গ) ইতিহাসগ্রন্থ ঘ) কাব্য

৩০. হর্ষচরিত রচনা করেন- [জাহাবি 'C' ১৪-১৫]

ক) হিউয়েন সাং খ) বানভট্ট গ) কালিদাস ঘ) সান্ধ্যাকর নন্দী

৩১. চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাচীন নাম- [চবি 'ঘ', ০৫-০৬]

ক) রাঢ় খ) বঙ্গ গ) হরিকেল ঘ) পুণ্ড্র

৩২. সিলেট প্রাচীন জনপদের অন্তর্গত- [জাহাবি-প্রত্নতত্ত্ব, ০৯-১০]

ক) বঙ্গ খ) পুণ্ড্র গ) সমতট ঘ) হরিকেল

৩৩. বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদের নাম- [জবি-ক, ০৫-০৮]

ক) রাঢ় খ) চাটগাঁ গ) শ্রীহট্ট ঘ) কোনটিই নয়

৩৪. প্রাচীন রাঢ় জনপদ অবস্থিত? [জাহাবি প্রত্নতত্ত্ব, ০৯-১০]

ক) বগুড়া খ) কুমিল্লা গ) বর্ধমান ঘ) বরিশাল

৩৫. মেগাস্থিনিস কার রাজসভার গ্রিক দূত ছিলেন? [জাবি মানবিক, ০৬-০৭]

ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ) অশোক গ) ধর্মপাল ঘ) সমুদ্রগুপ্ত

৩৬. অর্থশাস্ত্র-এর রচয়িতা কে? [রাবি-সমাজবিজ্ঞান, ০৫-০৬]

ক) কৌটিল্য খ) বানভট্ট গ) আনন্দভট্ট ঘ) মেগাস্থিনিস

৩৭. কৌটিল্য কার নাম? [জাহাবি নৃবিজ্ঞান, ০৯-১০]

ক) চাণক্যের ছদ্মনাম খ) গুপ্ত গ) পণ্ডিত ঘ) রাজ কবি

৩৮. কোন যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? [জাহাবি ০৭-০৮]

ক) হিদাসপিসের যুদ্ধ খ) কলিঙ্গের যুদ্ধ গ) মেবারের যুদ্ধ ঘ) পানিপথের যুদ্ধ

৩৯. বৌদ্ধ ধর্মের কনস্টান্টাইন কাকে বলা হয়? [জাহাবি-ইতিহাস বিভাগ, ০৯-১০]

ক) অশোক খ) চন্দ্রগুপ্ত গ) মহাবীর ঘ) গৌতম বুদ্ধ

৪০. কোশল-এর রাজধানী ছিল- [জাহাবি 'C' ১৪-১৫]

ক) শ্রাবস্তি খ) পাটলিপুত্র গ) তক্ষশীলা ঘ) মথুরা

৪১. চীন দেশের কোন ভ্রমণকারী গুচ্ছগুচ্ছ বাংলাদেশে আগমন করেন? [শ্রম অধিদপ্তরে শ্রম অফিসার, ৯৮]

ক) হিউয়েন সাং খ) ফা হিয়েন গ) আইসিং ঘ) উপরের সবগুলোই

৪২. কোন যুগ প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত? [রাবি-ইতিহাস, ০৭-০৮]

ক) মৌর্যযুগ খ) গুপ্তযুগ গ) কুষাণযুগ ঘ) গুপ্তযুগ

৪৩. প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্রিত করেন- [রাবি সমাজকর্ম, ০৫-০৬]

ক) রাজা কনিষ্ক খ) বিক্রমাদিত্য গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঘ) রাজা শশাঙ্ক

৪৪. প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি কে? [রাবি ইতিহাস, ০৮-০৯]

ক) হর্ষবর্ধন   খ) শশাঙ্ক   গ) গোপাল   ঘ) লক্ষণ সেন

৪৫. একসময় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন নাম ছিল- [শাবি ০৭-০৮]

ক) সিংহাবাদ   খ) চন্দ্রদ্বীপ   গ) গৌড়   ঘ) মাকসুদাবাদ

৪৬. পাল বংশের প্রথম রাজা কে? [রাবি-ইতিহাস বিভাগ, ০৭-০৮]

ক) গোপাল   খ) ধর্মপাল   গ) দেবপাল   ঘ) রামপাল

১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. ক	২০. গ	২১. খ	২২. খ
২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. খ	২৭. গ	২৮. ক	২৯. গ	৩০. খ
৩১. গ	৩২. ঘ	৩৩. ক	৩৪. গ	৩৫. ক	৩৬. ক	৩৭. ক	৩৮. খ
৩৯. ক	৪০. খ	৪১. খ	৪২. ঘ	৪৩. ঘ	৪৪. খ	৪৫. গ	৪৬. ক

HIMEL BIOLOGY Academic & Admission Care

Mobile: 01743979666, 01619184238

Address: নগর ভবনের পশ্চিমে, সান ডায়ালের পাশের বিল্ডিং (MRF TOWER 3rd Floor), কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

Up Coming Course....